যুগান্তর

তারিখ 04 MAR 2015
পৃষ্ঠা ২৭ কলাম ৬

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষার্থীকে মারধর করে চাঁদা দাবি ছাত্রলীগ নেতার

রাবি প্রতিনিধি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) ছাত্রদলকর্মীর হয়ে বিচার করতে গিয়ে এক শিক্ষার্থীকে মারধর করেছেন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক শরিফুল ইসলাম সাদ্দাম। পরে ওই শিক্ষার্থীর কাছে পঁচিশ হাজার টাকাও চাঁদা দাবি করা হয়। মঙ্গলবার দুপুরে শহীদ জিয়াউর রহমান হলে এ ঘটনা ঘটে।

মারধরের শিকার শাহাদত হোসেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। তিনি জিয়াউর রহমান হলের আবাসিক শিক্ষার্থী।

বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, গত ডিসেম্বরের মাঝামাঝি ফাইন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের তৃতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সেমিস্টারের ক্লাস প্রতিনিধি শাহাদত হোসেন ক্লাস অনুষ্ঠিত হওয়া নিয়ে নিজেদের ফেসবুক গ্রুপে একটি পোস্ট দেন। পরে সহপাঠী ছাত্রদলকর্মী এরফান হাবিব হৃদয় রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে কোনো ক্লাস অনুষ্ঠিত হতে দেবেন না বলে ওই পোস্টের রিপ্লাই দেন। পরদিন এ নিয়ে কথা কাটাকাটির একপর্যায়ে শাহাদতকে চড় মারেন হৃদয়। পরে এ নিয়ে অন্য সহপাঠীরা মিলে হৃদয়কে মারধর করেন।

সোমবার বাড়ি থেকে শাহাদত ক্যাম্পাসে ফেরার পর মঙ্গলবার দুপুর ২টায় হৃদয় বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক শরিফুল ইসলাম সাদ্দামকে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ জিয়াউর রহমান হলের মূল ফটকে যান। শাহাদতকে ডেকে নিয়ে চড়-থাপ্পড় মারেন সাদ্দাম। এর পর হলের অতিথিকক্ষে নিয়ে হল ছাত্রলীগকর্মী শাওনসহ আর সাত-আটজনকে নিয়ে বিচার বসান ছাত্রলীগ নেতা সাদ্দাম। বিকাল সাড়ে ৩টায় বিচার শেষে পুরনো ঘটনায় হৃদয়ের চিকিৎসা বাবদ পঁচিশ হাজার টাকা চাঁদা চাওয়া হয়। এর মধ্যে পাঁচ হাজার টাকা দুই ঘণ্টার মধ্যে শাহাদতকে দিতে শাসানো হয়। বাকি বিশ হাজার টাকা সহপাঠী সিগফাত মীম, ইমাম মেহেদী, শাকিল ও মুশফিকুর রহমানকে দেয়ার ফয়সালা দেয়া হয়। মারধরের শিকার শাহাদত অভিযোগ করে বলেন, কোনো কারণ ছাড়াই ছাত্রলীগ নেতা সাদ্দাম আমাকে মারধর করেছেন। ডিপার্টমেন্টের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে পঁচিশ হাজার টাকা চাঁদা ও চেয়েছেন।